Dept. of Pol. Science — Page-1

Sem.-IV (Hons.)

Paper- C8T

Unit-VI of Syllabus: Federalism.

Prepared by: P. Patra

Q: What is federalism? Characteristics of federalism.

(যুক্তরাষ্ট্র কাকে বলে? যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলি।)

Ans: যুক্তরাষ্ট্র [illegible] অস্পষ্টতার জন্য [illegible] রাষ্ট্রের ব্যাখ্যা [illegible] বা বিভিন্ন রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত হয়। বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর ~~[illegible]~~ অধ্যাপক যুক্তরাষ্ট্রের [illegible], এ প্রসঙ্গে ডাইসি-র অভিমত হল যে, "কেন্দ্র ও আঞ্চলিক সরকারকে নিয়ে গঠিত একটি মিলিত ব্যবস্থা।" বিভিন্ন সংবিধান বিশেষজ্ঞ [illegible]-এর মতে, একদিকে জাতীয় ঐক্য ও অন্যদিকে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার (অর্থাৎ, এই দুই সরকারের বিরোধী শক্তির মধ্যে) সামঞ্জস্যবিধান করার প্রচেষ্টার ফলেই যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব। অধ্যাপক কে. সি. হুইয়ার যুক্তরাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ~~[illegible]~~ যা বলেছেন সেই অনুসারে: যুক্তরাষ্ট্র হল এমন একটি নির্দিষ্ট [illegible] ক্ষমতা [illegible] সংবিধান [illegible] সরকার বা জাতীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে এমনভাবে ক্ষমতার বন্টন করা হয় যে, প্রত্যেকে নিজের নিজের ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং পরস্পরের সহযোগী হিসাবে কাজ করে। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ এই মত [illegible] অসম্পূর্ণ বলে মনে করেন, আমেরিকার আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাইকার-এর প্রদত্ত সংজ্ঞাকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন। রাইকার-এর মতে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা [illegible]

হলেও সেই শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যাতে একটি দেশের কেন্দ্রের সরকার এবং প্রদেশগুলির আঞ্চলিক সরকার থাকে এবং এদের মধ্যে ক্ষমতা সংবিধান দ্বারা বণ্টিত হয় তাকে যুক্ত-সেই নির্দিষ্ট এলাকার জনগণকে প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের শাসন করে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য:

অধ্যাপক ডাইসি, কে. সি. হুইয়ার প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করেছেন। এদের চিহ্নিত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে মুখ্য কয়েকটি হল নিম্নলিখিত রূপ।

① সব যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাতে একটি লিখিত ও নির্দিষ্ট পরিমান দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সংবিধানে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের ক্ষমতার পরিধি নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকে। এই ক্ষমতা বিভাজন যাতে স্পষ্ট হয়, তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান লিখিত হয়। আবার একে-ত্রে কেন্দ্রীয় সরকার বা আঞ্চলিক সরকার যাতে সংবিধান সংশোধন করে ক্ষমতার একতরফা পরিবর্তন করতে না পারে তা সুনিশ্চিত করার জন্য সংবিধান সংশোধন পদ্ধতিকে দুষ্পরিবর্তনীয় করা হয়। তাই সংশোধনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকার উভয়ের সম্মতির প্রয়োজন হয়।

② যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শাসন-ক্ষমতা দুই স্তরের সরকারের মধ্যে বণ্টিত থাকে। একটি কেন্দ্রের সরকার বা জাতীয় সরকার এবং অপরটি আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সরকার, সংবিধানের দ্বারা দুই স্তরের সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতে আঞ্চলিক সরকারকে বলা হয় 'রাজ্য সরকার', সুইজারল্যান্ড যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিক সরকারকে বলা হয় 'ক্যান্টন সরকার'।

③ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, সংবিধানের প্রাধান্য। এই দিকের শাসনব্যবস্থায় উভয় সরকারের ক্ষমতার উৎস হল সংবিধান। এক কথায় সংবি-ধানের প্রাধান্য থাকে। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে,

যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্ব ক্ষমতার নির্দিষ্ট থাকে সংবিধানে। সংবিধান হল সর্বোচ্চ আইন যেখানে এই ক্ষমতার প্রাধান্য পায়।

④ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় জাতীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকার যার যার নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে, তবে অন্য সংবিধান ~~উভয়~~ উভয় প্রকার সরকারের মধ্যে ক্ষমতার সুস্পষ্ট বিভাজন করে দেওয়া থাকে, ক্ষমতা বিভাজনের ~~[illegible]~~ পদ্ধতি বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন রকম হয়। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানে জাতীয় সরকারের বিষয়গুলি উল্লেখ করে দেওয়া সংবিধান ~~[illegible]~~ (বাকি) যে বিষয়গুলি রাজ্যের ক্ষমতা বা residual power বলা হয়, আবার ভারতের সংবিধানে দুটি তালিকাতে জাতীয় এবং আঞ্চলিক সরকারের ক্ষমতার তালিকাগুলি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। ভারতে তিনটি একটি তালিকাতে ক্ষমতা বণ্টিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ক্ষমতাযুক্ত বিষয় কেন্দ্রীয় তালিকা ও রাজ্য তালিকা এবং তৃতীয় একটি যুগ্ম তালিকার কথা বলা হয়েছে। যুগ্ম তালিকা-ভুক্ত বিষয়গুলির কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় প্রকার সরকারের ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু কেন্দ্র প্রাধান্য দেওয়া হয়। ক্ষমতা অবশিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে দেওয়া হলে, যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বিভাজন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

⑤ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়, যুক্ত-রাষ্ট্রীয় আদালত একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সংবিধান দু-ধরনের সরকারের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে দেয়, যথা, কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সরকারের ক্ষমতা এবং আঞ্চলিক সরকারের ক্ষমতা — এদের মধ্যে বিরোধ বাধতে পারে। বিভিন্ন আঞ্চলিক সরকারের মধ্যেও ক্ষমতা ও বিরোধ দেখা দিতে পারে। এই বিরোধ ~~[illegible]~~ এগুলির মীমাংসার বিরোধ দেখা দিতে পারে

নিষ্পত্তির জন্য সংবিধানকে ব্যাখ্যা করতে হয়। সংবিধানের ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা দেওয়া থাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে এক্ষেত্রে বিরোধের মীমাংসা করতে হয়। সংবিধানকে ব্যাখ্যা করা এবং সংবিধানের প্রাধান্য রক্ষা করাই হল যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের কাজ। এই জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতকে সংবিধানের ~~অভিভাবক~~ অভিভাবক বলা হয়।

৬ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল দ্বৈত-নাগরিকত্ব। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনে একজন নাগরিক যেমন সমগ্র দেশের নাগরিক, তেমনি নিজ অঙ্গরাজ্যের ও নাগরিক। একে দ্বৈত-নাগরিকত্ব বলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সুইজারল্যান্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনে দ্বৈত-নাগরিকত্ব রয়েছে।

৭ অনেকে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত করেন। আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষটিকে বলা হয় যুক্তরাষ্ট্রীয় কক্ষ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও সুইজারল্যান্ডে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে।